৪০

তারিখ ...27 JUL 1994...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর—

প্রায় প্রতিদিন প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় খবর থাকে। অধিকাংশ খবরই প্রাথমিক শিক্ষায় বিভ্রাট সম্পর্কিত। কোথায় বিদ্যালয়ের অভাব, কোথায় শিক্ষকের অভাব। আবার কোথায় টুল, টেবিল, চেয়ার বা বিদ্যালয়ের গৃহের সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়। অনেক খবরে বলা হয়, থানায় থানায় হাজারো ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধার কথা।

এ খবরের ভিত্তি বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে এ খবরের হিসাবেও গরমিল আছে। নির্দিষ্ট হিসাবের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড় হিসাবই এ ধরনের সংবাদের প্রধান ভিত্তি।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে একেবারে অভিযোগ নেই তাও বলা যাবে না। এ বিভাগের হিসাব-নিকাশ নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয় এবং বেসরকারী অরেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয়ের সঠিক তথ্য কোন দফতরে নেই। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সকল সুযোগ পাচ্ছে। কিছুসংখ্যক বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় বেতন-ভাতা বাবদ প্রকল্প খাত থেকে কিছু সাহায্য পাচ্ছে। আর বেসরকারী অরেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয়গুলি চলছে নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে। ফলে, সঠিক হিসাব কোন মহলই দিতে পারছে না। এবং সকল খবরই হয়ে দাঁড়িয়েছে অনুমান নির্ভর। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন কোন বিদ্যালয়ে ভাঙ্গা ঘর মেরামত হচ্ছে। কোথায় আবার ইমারত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি সরকারী না হলেও সরকারী ব্যয়ে ইমারত নির্মিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দেন-দরবার মুখ্য ভূমিকা পালন করছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে চালু হয়েছে গমের বিনিময়ে শিক্ষা প্রকল্প। প্রতি থানার সবচেয়ে দুস্থ ইউনিয়নকে এই প্রকল্পে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প চালু হবার পর প্রথম দিকে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি ভিন্নতর মোড় নিচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে। এ ধরনের বিদ্যালয়ে গম আনা এবং বন্টনই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকেরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মত গমের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসছে। কোন কোন এলাকায় গম নিয়ে বিবাদের ফলে শিক্ষকরা প্রহৃত হয়েছেন। শিক্ষা নয়, গমই এখন কোন কোন বিদ্যালয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ খবর সংশ্লিষ্ট মহলের একেবারে অজানা নয়, জানেন এ সকল এলাকার থানা শিক্ষা অফিসার। উর্ধ্বতন মহল এ খবর জানেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন থেকে শুরু করে গৃহ-নির্মাণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে কাজের সমন্বয় দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সতর্ক হলে এবং নিজস্ব দায়িত্ব পালন করলে হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের গোলমালের খবর প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হত না।